গল্প

চৈতন্যের চাষকথা

ফকির ইলিয়াস

কচি গ্রীন লাইমগুলো যেন সবুজ আলো ছড়াচ্ছে। লেবুদানাগুলোতেও তাহলে এক ধরনের জ্যোতি থাকে! ভোরের সূর্য, সবজি বাগানের পাতাগুলোকে যে কিরণ দিয়ে যায়- তার সংশ্লেষণে মানুষের মনও যেন সজিব হয়ে উঠে পুনর্বার। পরেশ তার গ্লোভস্ লাগানো হাতটি স্ট্রবেরি গাছের গোড়াতে দিতে দিতে এমনটিই ভাবে। নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে বাস্কেটে রাখে। এ বছর স্ট্রবেরির ব্যাপক ফলন হয়েছে বাগানটিতে। লাল টুকটুকে একটি স্ট্রবেরি মুখে দিয়ে পিছনে তাকায়।

হোয়াটস্ গায়িং অন... জুলিয়ার কণ্ঠস্বর।

নার্থিং। বলে পরেশ আবার কাজে মনোযোগ দেয়।

জুলিয়া তার ঠেলাদানিটি ঠেলে পরেশের সমান্তরাল রো'তেই কাজে মনোনিবেশ করে।

ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে শীতের বালাই নেই বললেই চলে। ফেব্রুয়ারি মাস তো শেষ হয়েই গেল। পরেশ নতুন যে ফলও সবজি বাগানে কাজ নিয়েছে, তা সাউথ ওয়েস্ট ফ্লোরিডা বলেই পরিচিত। ফোর্ট মায়ার্স এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র দশ মাইল। ছোট্ট এই কাউন্টির নাম পোর্ট শার্লেট। শার্লেট কাউন্টি বলেই মানচিত্রে উল্লেখ আছে। 'দ্যা গ্রীনল্যান্ড' নামের বিশাল বাগানটিতে অনেক শাক সবজি, ফলমূলের চাষ। এর মালিক ইতালিয়ান বংশদ্ভুত জেরী টমাস, সদ্য 'ইতালিয়ান স্পিনাস' নামের একটি প্রজাতির শাক চাষ করেছে বাগানটিতে। এই শাক চাষটির সাথেই সময় দিতে হচ্ছে সবাইকে বেশি। কারণ শাকটি যুক্তরাষ্ট্রের মাটির সাথে ফলনে তেমন যুৎসই নয়। কৃষি বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই বাগানটি পরিদর্শনও করে গেছেন। তাদের অভিমত, শুরুতে কিছুটা কম ফলন হলেও কয়েক বছরের মধ্যে তা এখানে উন্নত ফলন দেবে। সেই আশায় বুক বেঁধে লেগে আছে জেরী টমাস। যদি শাকটির ফলন সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তবে ডিপার্টমেণ্ট অব এগ্রিকালচার থেকে নিশ্চিত একটা পুরস্কার পাবে। অতীতে তেমনটি সে পেয়েছেও। ব্রাজিলিয়ান লেমনের চাষে কৃতিত্ব দেখাবার পর স্বয়ং মার্কিনী কৃষিমন্ত্রী প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন। আর সে কারণেই পরেশের প্রতি বাগানের মালিক জেরী'র অনেক ভালোবাসা ও বিশ্বাস। কারণ ঐ লেমন চাষে পরেশই ছিল প্রধান চাষী, মূল উদ্যোক্তা। খুবই উষ্ণতা আজ। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে জুলিয়া। হ্যাঁ, আরো এক ঘণ্টা কাজ করেই আমরা ডেরায় চলে যাবো। পরেশ জবাব দেয়।

ডেরা বলতে পরেশ তাদের বাগান সংলগ্ন বাসভবনটিকেই বুঝায়। যুক্তরাষ্ট্রে অনেকগুলো সবজি বাগানের নিজ এরিয়ার মধ্যেই ছোট ছোট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোয়ার্টার করে দেয় মালিকরা। যাতে কর্মীরা সেখানেই থাকতে পারে। অবশ্য কেউ চাইলে দূরে গিয়েও থাকতে পারে। কিন্তু পরেশ যতোদিন থেকে বাগানে কাজ করছে, ততোদিন থেকেই বাগান এলাকায় থাকতেই সাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে।

তুমি কি খুবই ক্লান্ত জুলিয়া? পরেশ জিজ্ঞাসা করে। না তেমন নয়। তবে কাল রাতে ঘুমুতে পারিনি তো তাই। জুলিয়া জবাব দেয়।

কেন, কি হয়েছিল?

না তেমন কিছু নয়। মা ফোন করেছিল মেক্সিকো থেকে। আমার ছোট্ট ছেলেটার শরীর ভালো যাচ্ছে না। জুলিয়া বলে। সরি টু হিয়ার দ্যাট। পরেশ সমবেদনা প্রকাশ করে।

দুই.

জুলিয়া মেক্সিকান মেয়ে। পরেশের সাথে কাজ করছে গেল দু'বছর যাবৎ। বাগানের কাজে খুবই দক্ষ সে। অনেক প্রতিকূলতার পাহাড় পেরিয়ে তার আজকের এই জীবন। সীমান্তে পাচারকারী দালালদের মাধ্যমে মেক্সিকো.যুক্তরাষ্ট্র বর্ডার পেরিয়ে জুলিয়া যখন প্রথম আমেরিকা আসার চেষ্টা করেছিল তখন ধরা পড়েছিল, নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে। তাকে কারাভোগও করতে হয়েছিল দু'মাস। তারপর সেকেণ্ড চান্সে সে আসতে পেরেছিল যুক্তরাষ্ট্রে, ঐ অবৈধ পথেই আর মাতৃভূমিতে যাওয়া হয়নি তার। মেক্সিকোতে দু'টো সন্তান আছেন তার। বড় ছেলে দশ বছরের আর ছোট ছেলে পাঁচ বছরের। স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যাবার পর জুলিয়ার মা'ই বাচ্চাগুলোকে দেখাশোনা করেন। জীবিকার তাগিদেই কোলের শিশুদ্বয়কে ফেলে পরবাসী হয়েছে জুলিয়া। ইচ্ছে সন্তান এবং নিজের বৃদ্ধা মায়ের জন্য অন্ন সংস্থান করা।

শার্লেট কাউন্টির দক্ষিণ দিয়েই বয়ে গেছে যে ছোট্ট নদীটি তার নাম শার্লেট রিভার। কোন নদী ঢেউহীন হয়ে পড়লে তাকে নাকি হ্রদ বলা যায়! শার্লেট নদীটিও যেমন স্থির কোন প্রতিকৃতি হয়েই দাঁড়িয়েছে আছে দীর্ঘদিন থেকে। শোনা যায়, এই নদীটির সাথে এক সময় সাগর মোনোর সংযোগ ছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন পোর্ট শার্লেট কাউন্টিকে আরো উপভোগ্য, আরো পর্যটকদের দর্শনীয় করে তোলার জন্য নদীটিকে লেক বানিয়ে ফেলেছে।

এখানে কি না সম্ভব? জুলিয়া এবং পরেশ নতুন কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়ে প্রথম যেদিন এই শার্লেট নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন পরেশের তেমনটিই মনে হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র কোথাও কোথাও সাগরকেও বাঁধ দিয়ে আটকে দিয়েছে। আর নদী তো তেমন কিছুই নয়।

জুলিয়া সেই নদীর তীরে বসেই পরেশকে শুনিয়েছিল তার জীবনের অনেক কথা। অনেক পাওয়ার আনন্দ আর না পাওয়ার বেদনার দীর্ঘশ্বাস।

জীবনকে কখনো কখনো ছোট্ট একটি হারিকেনের সাথে তুলনা করে পরেশ। মিটমিটে আলো। যখন তেল কমে আসে, সলতে একটু বাড়িয়ে দিতে হয়। আবার তেলের প্রাচুর্য থাকলে একটু ভালো জ্যোতি নিয়েই জ্বলে হারিকেন।

না হারিকেন হবে কেন? সূর্যও তো হতে পারে জীবন। যে শুধু নিজে জ্বলে না, অন্যকেও আলো দেয়। দ্যুতি ছড়াবার মাঝেও এক ধরনের আলাদা আনন্দ আছে। যেমন আছে মৌসুমের প্রথম ফসলটি ঘরে তুলে আনার মাঝে। পরেশ জুলিয়ার মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকে আর অনেক হিসেব মিলায়। জুলিয়ার মুখের প্রতিচ্ছবিতে ভেসে উঠে তার দু'টি সন্তানের মুখ। যারা ভালোবাসায়, তাদের মায়ের একটি ফোনের জন্য প্রতিদিন প্রতিরাত অপেক্ষা করে গভীর উৎকণ্ঠায়, আগ্রহে।

কি ভাবছো পরেশ? জুলিয়া জিজ্ঞাসা করে।

না, কিছু না। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। চলো ডেরায় ফিরি। দু'জন হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

তিন.

পরেশেরও নানা কারণে মনটা খুব ভালো নেই ক'দিন থেকে। যে বাগানে সে কাজ করছে, সেই বাগানের মালিকই তাকে 'এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার' কোটায় ইমিগ্রেশন ভিসার জন্য স্পনসর করেছে। ফার্মার অর্থাৎ চাষীদের বিশেষ সুবিধা দেয়া হয় প্রতি বছরই। প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি কাজকে উৎসাহিত করা। কৃষি বিপ্লবে সর্বশেষ আধুনিকতার সমন্বয় ঘটানোর জন্য জনশক্তি বৃদ্ধি করা। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এগ্রিকালচার সেক্টরকে আলাদা গুরুত্ব দেয়।

জুলিয়া এবং পরেশ দু'জনকেই স্পনসর করেছে এই 'দ্যা গ্রীনল্যান্ড' ফার্মটি। ওয়ার্ক অথরাইজেশনও পেয়েছে দু'জন। এখন শুধু গ্রীনকার্ড প্রসেসিং.এর পালা। কিন্তু ধৈর্য যেন বাঁধ মানছে না আর।

বা কাঁধে স্পর্শ অনুভব করে পেছনে তাকায় পরেশ।

গুন গুন করে কি গাইছো, জুলিয়া জানতে চায়।

গান গাইছি।

কি গান, আমাকে শোনাও না।

কিন্তু তুমি তো বাংলা গান বুঝবে না।

কেন বুঝবো না! সুর তাল লয় তো বুঝবো।

তুমি নিশ্চয়ই জানো কান্না, হাসি, আবেগ, প্রেম, বিনয়, আকুতি, এমনকি চোখের ভাষাও মানুষ মাত্রেই এক। তা সে যে কোন ভাষাভাষী, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়ের হোক।

জুলিয়ার কথায় পরেশের টনক নড়ে।

আসলেও তো তাই।

পরেশ বলে, হ্যাঁ.গান শোনাবো তোমাকে আমি। তবে তার আগে আমার একতারাটি নিয়ে আসি।

সেটা আবার কি?

আমার সেই মিউজিকাল ইনস্ট্রুমেণ্টটি, যেটি আমি গত বছর নিউইয়র্কের মেলা থেকে কিনে এনেছিলাম।

ওহ্, বুঝেছি। তোমার সেই 'রাউন্ড পট'?

একতারাকে 'রাউন্ড পট' বলেই কৌতুক করে জুলিয়া।

পরেশ একটি চাদর বিছিয়ে বাগানের একপাশে গান শোনাতে বসে জুলিয়াকে নিয়ে।

তারপর দরাজ কণ্ঠে গান ধরে...

মনোভূমি পতিত রইলো আবাদ কেন করলে না

করের দায়ে নিলাম হবে, খাজনা কেন দিলে না।

শুন্ তোরে কই মন কানা, দূরের এই পরবাসে

গোলমালে সব দিন কাটালে, থাকলে শুধু হুতাশে

একদিন কেউ থাকবে না পাশে’ সে কথাটি ভাবলে না।

সময় থাকতে আবাদ করো, শুন্ বলি মন বেপারী

আর তো কেউ রাখবে না খবর, ভবপুর গেলে ছাড়ি

নরেশ নাথের কর্মদোষে, সাধন ভজন হলো না।

পিতামহ শ্রী নরেশ নাথের লেখা গানটি গেয়ে তণ্ময় হয়ে পড়েছিল পরেশ। স্বর্গীয় পিতামহ খুবই আদর করতেন তাকে। তারও একটি একতারা ছিল খুব প্রিয়। তিনি গান গাওয়ার সময় বাম হাতে একটি খঞ্জনি রাখতেন। স্মৃতিগুলো ঘনিষ্ঠভাবে মনে পড়ে যায় তার।

পরেশ চোখ মেলে জুলিয়ার দিকে তাকায়।

এ কি, তুমি কাঁদছো জুলিয়া!

না, দূর, কাঁদছি না।

কিন্তু তুমি তো আমার গানের কথা কিছুই বুঝোনি।

বলছিলাম না, সুরের ভাষা প্রত্যেক মানুষ বুঝতে পারে। জুলিয়া চোখ মুছে বলতে থাকে।

চার.

পরেশ জীবনে কখনো ভাবেনি, সে একজন কৃষক হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাশ করে ভাগ্যান্বেষণে বিদেশ বেরিয়ে ছিল যদিও, তবু তার কল্পনায় কখনো আসেনি- সে কৃষি কাজে এতো আনন্দ পাবে জীবনে। ইচ্ছে মতো কাজের রুটিন। প্রত্যুষ থেকে মধ্য দুপুর পর্যন্ত কয়েকঘণ্টা। কারণ কড়া রোদে কাজ করার তাগিদ দেয় না মালিক পক্ষ। আবার পড়ন্ত বিকেলে কয়েক ঘণ্টা।

পরেশের বাংলাদেশের কৃষিকর্ম পদ্ধতির কথা মনে পড়ে যায়। আহা! ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের সেই কৃষি ক্ষেতের জমিগুলো! পরেশ এখন ভেবে যেন কখনো কখনো কুল পায় না, বাংলাদেশের কৃষক সমাজ কেমন করে হাত দিয়ে, লাঙল জোয়াল বয়ে গোটা বাংলাদেশে কৃষি কাজ করেন। এতো চাষবাস কি করে সম্ভব হয় কৃষককূল দ্বারা। তারা তো আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি কিছুই পাচ্ছেন না যথার্থভাবে। যে দু’একটি ভাঙা ট্রাক্টর মাঝে মাঝে কৃষি ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার খোরাক ডিজেলের ঊর্ধ্বমূল্যের কারণে তা ও চালানো সম্ভব হয় না অনেক সময়। তার পরও উচ্চ ফলন ফলিয়ে সংবাদ শিরোনাম হচ্ছেন, বাংলার কৃষক। তাদের উপর সচিত্র প্রতিবেদন করছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া। ভাবতে ভাবতে বেশ অবাকই হয় পরেশ।

দরোজায় নকের শব্দে মোহভঙ্গ হয় তার। জেরী টমাস। হাও আর ইউ! আই হ্যাভ এ গুড নিউজ ফর ইউ। হেয়ার ইজ ইওর গ্রীন কার্ড!

কথাগুলো শুনেই যেন চমকে উঠে পরেশ। ইতিমধ্যে জুলিয়াও তার রুম থেকে এসে দাঁড়িয়েছে পরেশের রুমের সামনে। তার চোখে আনন্দ অশ্রু। জেরী জানালো দু'জনের গ্রীনকার্ডই আজকের ডাকে এসেছে।

জুলিয়া পরেশকে জড়িয়ে ধরে।

তাহলে তুমি মেক্সিকোতে ফিরে যাচ্ছো?

হ্যাঁ, অনেকতো হলো- আর কতো?

জুলিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

হ্যাঁ, আমিও বাংলাদেশে যেতে চাই জুলিয়া। দীর্ঘ একটি যুগতো কেটে গেল। রোদ বৃষ্টির অনেক বেলা...

তুমি বাংলাদেশে গিয়ে কি করতে চাও? তোমার পরিকল্পনা তালিকা কেমন দীর্ঘ? জুলিয়া জানতে চায়।

কিছুদিন রেস্ট নিতে চাই। সে সাথে আমার স্বপ্নের খামারটির কাজ। তোমাকে তো বলেছিই জুলিয়া, একটি খামার করার পরিকল্পনা আছে আমার। তাহলে আমরা বিশ্বের দু'মেরুর বাসিন্দাই হয়ে যাচ্ছি শীঘ্র। জুলিয়া গভীর চাহনী নিয়ে তাকায়।

পাঁচ.

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য 'এগ্রিকালচারাল এক্সিবিশন এন্ড কালচারাল শো'.এর আয়োজন করেছে মায়ামী বীচে। 'দ্যা গ্রীন ল্যান্ড'.এর পক্ষ থেকে এ বছর পরেশ এবং জুলিয়াকে অংশ নিতে হবে তা জেরী টমাস আগেই জানিয়ে দিয়েছে। এই শোতে বিভিন্ন দেশের ফার্মাররা অংশ নিয়ে থাকেন। প্রদর্শন করেন তাদের ফলন। সে সাথে বিভিন্ন অভিবাসী সমাজের কালচারাল প্রোগ্রাম।

এই শো থেকে ফিরে আসার পরই ছুটি চাইবে পরেশ এবং জুলিয়া। সে কথা জেরীকে আগেই জানিয়ে দিয়েছে তারা। এবারের শোতে তুমি কি উপস্থাপন করতে চাও পরেশ? আমি একটি গান গাইবো।

আর তুমি?

আমি মেক্সিকান মহিলার ফল সংরক্ষণ, ফল তোলা- এই একাঙ্কিকাটি দেখাতে চাই। জুলিয়া জানায়।

তুমি তো জানো আমাদের মেক্সিকো সিটিতে প্রচুর পরিমাণ স্ট্রবেরি, ব্ল্যাকেবেরি, রাসবেরি, ব্লুবেরি জণ্মে। আমি দেশে থাকতেও বেরি ফার্মে কাজ করতাম। 'বেরি পিকিং' কাজটিই ছিল আমার।

ছয়.

মায়ামী বীচের ল্যা ভেলে হোটেলের বিশাল বলরুম। হাজার মানুষের পদচারণায় মুখরিত। প্রদর্শনী চলছে বিভিন্ন কৃষি স্টলে। আজ সন্ধ্যায়ই 'বাংলার কৃষক' সেজে একটি গান গাইতে হবে পরেশকে। সে সব প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। এসেছে তার প্রিয় সেই একতারাটিও।

সন্ধ্যা সোয়া সাতটা। হোটেলের জানালার নীল কাঁচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে মায়ামী বীচের বালিকণা। চিকচিক সূর্যের পড়ন্ত আলো জানান দিয়ে যাচ্ছে সৃষ্টিময় আরেকটি দিনের উপসংহার।

হলুদ বসনে, সবুজ জমিনে লালসূর্য আঁকা বেতের ছাতা মাথায় মঞ্চে দাঁড়ায় পরেশ। হাতে তার সেই সাধের একতারা। মনে অনেক মিলন, অনেক বিরহ। অনেক বেদনা। অনেক বর্ষণ। একতারাতে সুর তোলেই ভরাট কণ্ঠে গাইতে শুরু করে মরমী সাধক ফকির আরকুম শাহ.এর সেই অমর গানটি.....

সোনার পিঞ্জিরা আমার করিয়া গেলাম খালিরে

ওরে আমার যতনের পাখি, সোয়ারে একবার পিঞ্জিরায় আও দেখি।

....

তুমি আমি একই ঘরে ছিলাম এতোদিন

আজি হতে ভিন্ন ভিন্ন পিঞ্জিরা মলিন রে,

ওরে আমার যতনের পাখি...